তারিখ 30 AUG 1997
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

দৈনিক বাংলা

লক্ষ্মীবাজারের সিটি কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় এখন মহানগর মহিলা কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে। আজ এই কলেজে ফলক উন্মোচন হবে —দৈনিক বাংলা

মেয়র মোহাম্মদ হানিফ আজ ফলক উন্মোচন করবেন

শতাধিক বছরের ঐতিহ্যবাহী পৌরভবন রূপান্তরিত হলো মহানগর মহিলা কলেজে

সুমন মাহমুদ ঃ একশ' তেইশ বছরের ঐতিহ্য নিয়ে মাথা উঁচু করে আছে পুরনো ঢাকার লক্ষ্মীবাজারের সেই পৌরভবন। প্রথম ছিল ঘর, এরপর ইটপাথরের বিশাল ভবন হয়েছে। একসময় এই ভবনে বসতেন নগরপিতা। ঐ সময় ভবনটির নাম ছিল 'সিটি কর্পোরেশন প্রধান কার্যালয়'। আজ শনিবার ঐ ভবনটি নতুন নামে তার যাত্রা শুরু করবে। ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজ নামে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন মেয়র মোহাম্মদ হানিফ। মানুষ গড়ার নব দায়িত্বের এই ভবনটি এজন্য নতুন সাজে সেজেছে, পুরনো ঢাকার অধিবাসীর মনেও আনন্দের ছোঁয়া লেগেছে।

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত মহানগর মহিলা কলেজ কর্পোরেশনের একটি পাইলট প্রকল্প। একটি আদর্শ কলেজ হিসাবে এই কলেজটির যাত্রা শুরু হবে আজ। ইতিমধ্যে কলেজে ভর্তির জন্য অসংখ্য ছাত্রীর ভিড় জমেছে। গতকাল পর্যন্ত ৬৯০টি ফরম বিক্রি হয়েছে। এরমধ্যে ৩২৭ জন ছাত্রী ভর্তি হয়েছেন বিভিন্ন বিভাগে। কলেজে রয়েছে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, কম্পিউটার শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চাসহ প্রতিভা বিকাশের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সিটি কর্পোরেশনের অঞ্চল-২-এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, মোহাম্মদ মজিবুর রহমান কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও প্রকল্প পরিচালক। তাঁর নেতৃত্বে এ কলেজের প্রভাষক ২৯ জন ও প্রদর্শক ৭ জনসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীর দিনরাত পরিশ্রমে আজ কলেজটির দ্বার উন্মোচন হচ্ছে। এক একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত ৫টি ভবন নিয়ে মহানগর মহিলা কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হবে ১ সেপ্টেম্বর সোমবার থেকে। ৫টি ভবনে ৭৮টি কক্ষ রয়েছে।

ঢাকার পৌরভবন। ১৮৬৪ সালের ১ আগস্ট ঢাকার মিউনিসিপ্যাল কমিটি ডিস্ট্রিক মিউনিসিপ্যাল ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাক্ট ১৮৭৪-এর আওতায় শুরু হয় পৌরসভার কাজ। ঐ সময় ঢাকার ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্কিনার পদাধিকারবলে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। ১০ বছর তিনি পৌরসভার কাজ চালিয়েছেন। এরপর তাঁর উত্তরসুরি হিসাবে ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্বে আসেন ডঃ লয়াল (১৮৬৪ সাল)। তিনিও পৌরসভার দায়িত্বে ছিলেন। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পৌরসভায় জনপ্রতিনিধির অবস্থান নিশ্চিত করতে নির্বাচন প্রথা শুরু হয়। ১৮৮৫ সালে প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর আনন্দ চন্দ্র রায় পৌরসভার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। একসময় দু' রুমের একটি ঘর ছিল। এরপর ইটের একতলা ভবন। এভাবে শত বছরে ৫টি ভবন হয়েছে সেই পৌরসভার আঙিনায়। ১৯৮৭ সালে ঢাকা পৌরসভা ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে উন্নীত হয়। ১৯৯০ সালে ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত করার পর নগরপিতা কর্পোরেশনের প্রধান অধিকর্তা হন। লক্ষ্মীবাজারের সিটি কর্পোরেশন কার্যালয়ে নগরপিতা হিসাবে অনেকে বসেছেন। এই ভবন থেকে ঢাকাবাসীর সেবা করা হতো। নগরের সৌন্দর্য ও প্রসারের জন্য প্রণয়ন করা হত বিভিন্ন পরিকল্পনা। ঢাকার প্রথম নির্বাচিত মেয়র হিসাবে মোহাম্মদ হানিফ দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তিনিই এই ভবনটি একটি মহিলা কলেজে রূপান্তরের কার্যক্রম শুরু করেন। ঢাকাবাসীর কাছে তাঁর অন্যতম নির্বাচনী ওয়াদা ছিল তিনি পুরনো ঢাকায় একটি মহিলা কলেজ করবেন।

পুরনো ঢাকার প্রসিদ্ধ স্থান বাহাদুর শাহ পার্ক। এখানে ১৮৫৭ সালের শহীদরা 'শহীদ স্মৃতি মিনারে' জীবন্ত হয়ে আছেন। বাহাদুর শাহ পার্ক থেকে ঠিক পূর্বদিকে লক্ষ্মীবাজার। ডাফরিন মুসলিম হোস্টেলের পাশেই ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের কার্যালয়। লক্ষ্মীবাজারে সেন্ট গ্রেগরী উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৮২), সেন্ট এফ জে গার্লস হাইস্কুল (১৯১২), ঢাকা গবর্নমেন্ট মুসলিম হাইস্কুল (১৮৭৪) ও ডাফরিন মুসলিম হোস্টেল (১৯০৬) প্রভৃতি শত বছরের ঐতিহ্যের পুরনো স্থাপত্যের ভবনগুলোর মাঝেই নতুন প্রত্যাশায় যাত্রা শুরু করেছে ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজ। এবার প্রথম কলেজে একাদশ শ্রেণীর শিক্ষাবর্ষ শুরু হবে। পর্যায়ক্রমে কলেজটি ডিগ্রী কলেজে রূপান্তরিত হবে।

এ কলেজের কার্যক্রম শুরু করতে ১৯৯৬-৯৭ ও ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে সর্বমোট ৬০ লাখ টাকা এবং কলেজের আসবাবপত্রসহ আনুষঙ্গিক খরচের জন্য ৬০ লাখ টাকা ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ইতিমধ্যে বরাদ্দ করেছে। ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে ছাত্রীরা এসেছেন ভর্তি হতে এ কলেজে। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোহাম্মদ মজিবুর রহমান তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, মাননীয় মেয়র সাহেবের একটি মহৎ উদ্যোগ এই কলেজ। আগামীদিনে এ কলেজ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় হবে বলে আমার বিশ্বাস। তিনি জানান, অদূর ভবিষ্যতে ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল এবং প্রভাষক ও প্রদর্শকদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। তিনি বলেন, ছাত্রীদের শিক্ষার সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা এ কলেজে রাখা হয়েছে। বৃদ্ধ ইউনুস আলী লক্ষ্মীবাজারে থাকেন। তিনি তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, বহুকালের একটি স্বপ্ন আজ বাস্তবায়ন হচ্ছে মেয়র হানিফের জন্য। আলেমা বেগম, তাঁর মেয়ে আইরিন এই কলেজে ভর্তি হয়েছে। তিনি খুব হাসিমুখে জানালেন, আমরা আজ ভীষণ আনন্দিত। আজ শনিবার সকাল ১১টায় কলেজটির ফলক উন্মোচন করবেন মেয়র মোহাম্মদ হানিফ।